দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিশুর সৃজনশীলতা

শরিফ মো. মসিউর রহমান

সৃজনশীলতা বলতে কী বোঝায়? আর বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বা সৃষ্টিশীলতা কখন থেকে শুরু হতে পারে?

একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করি। বাচ্চাকে ৪ বছরে আর্ট স্কুলে ভর্তি করালেন তার বাবা। বাচ্চার খুব আগ্রহ আঁকাআঁকিতে। শুক্র ও শনি বার দু'দিন ক্লাস। কিন্তু ক'দিন না যেতেই ও আর স্কুলে যেতে চায় না। কেন? বাবাকেও তার সঙ্গে ক্লাসে বসতে হবে। কিন্তু বাচ্চা চাইলেই যে ক্লাসে অভিভাবক গিয়ে বসতে পারেন না তা কি বাচ্চা বোঝে? বাবা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বসতে হবে কেন? বাচ্চা বলল, টিচারকে ডাকলে আসে না, আবার ধমক দিয়ে বলে, দেখছ না ফোনে কথা বলছি!

বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাকে আর স্কুলে নেওয়া যাচ্ছে না। বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন ছাত্র ধরে রাখার যথেষ্ট ইচ্ছা তাঁদের নেই। 'থাকলে থাক নইলে চলে যাও' মনোভাব ওঁদের।

এবার অন্য স্কুলে কেজি ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিলেন ছেলেকে। ওর টিচার একদিন ওকে একটি বেলুন আঁকতে দিলেন। ও বেলুন এঁকে একটি শিশু এঁকে বেলুনটি শিশুর হাতে ধরিয়ে দিল। টিচার তো অবাক। ছবিটি সবাইকে দেখিয়ে বাচ্চার প্রশংসায় মেতে উঠলেন তিনি। বাচ্চাও খুব খুশি। এখন প্রতিদিন নিজেই ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু ক'দিন পর আবার মন খারাপ। কী হলো? মিস বলেছে চলে যাবে।

কিছুদিন পর বাচ্চার ক্লাসে নতুন মিস এলেন। তিনি একটু রাগী। সবকিছুতেই বকাঝকা করেন—এটা পার না কেন, আগের টিচার কী পড়াল, এত কিছু কোন সময় শেখাব, বাসায় পড়ে আস না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। বাচ্চা একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলল সে স্কুলে যাবে না।

এই গল্পটি বলার অর্থ হলো—বাচ্চাদের মধ্যে সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলার জন্য টিচার যদি চেষ্টা না করেন তবে তা জাগবে কী করে? বাচ্চা তো ভয়ে নিয়ে বড় হবে। তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে না। বকেঝকে পড়াতে পারে সবাই, কিন্তু বাচ্চাদের পড়াতে অবশ্যই ধৈর্য থাকা দরকার। বাচ্চাদের আনন্দ নিয়ে পড়াতে জানতে হবে। বাচ্চার মধ্যে সৃষ্টিশীল মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে টিচারকে গল্প বলতে হবে। ক্লাসে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। শিক্ষা উপকরণ নিয়ে ক্লাসে যেতে হবে। বাচ্চা যদি স্কুলে আসতে আগ্রহী না হয়, তবে স্কুল চলবে কী করে? টিচারকে বাচ্চার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে যাতে বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কুলে যেতে চায় এবং আগ্রহ নিয়ে লেখাপড়া করে। বাচ্চা যদি তার মনের কথা প্রকাশ করতে না পারে বা ভয় পায় তবে ওর মধ্যে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটবে কীভাবে?

প্রত্যেক বাচ্চার মনেই শত প্রশ্ন জাগে তার পরিবেশ সম্পর্কে। সেগুলো সময়মতো জানতে না পারলে তার জানার আগ্রহ কমে যায়। ফলে ধীরে ধীরে সে বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, পড়ালেখার প্রতি অনীহা জাগে। বাচ্চা চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই টিচারকে ধৈর্য ধরে বাচ্চার মনের কথা বের করে আনতে হবে। তার কিসে আগ্রহ তা জানতে হবে। তার বাসার পরিবেশ ও কার কার সঙ্গে সে মেশে তা জানতে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাচ্চার আগ্রহ বুঝে সে বিষয়ে তাকে এগিয়ে নিতে হবে। বাচ্চার আগ্রহ অনুযায়ী ফাইল ও সিলেবাস তৈরি করতে হবে।

বাচ্চাদের টিচার হওয়া আমার মতে সবচেয়ে কঠিন। স্কুল কর্তৃপক্ষকে তা বুঝতে হবে। টিচারকে যথেষ্ট সম্মানী ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঢাকা